[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) সকাল ১০টার দিকে ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

মো. নুরুল ইসলাম সুবাদ মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের সন্তান।

আওয়ামী লীগের নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে দামুড়হুদা বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

সারাদেশে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের অরাজকতা, ককটেল বিস্ফোরণ, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি।

বুধবার বিকেল ৪টার দিকে হাউলী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে জয়রামপুর স্টেশন এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অহিদুজ্জামান,৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ভারপ্রাপ্ত আবু হাসান, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফিজুর রহমান,মোঃ সজল আকতার (নুর সালাম)চুয়াডাঙ্গা জেলা সহ-সভাপতি জিয়া মঞ্জ। উপজেলা জিয়া স্মৃতি সংসদ সভাপতি মোঃ তরিকুল ইসলাম রানা, সহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সারাদেশে আওয়ামী লীগের অরাজকতা, ককটেল বিস্ফোরণ, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিনষ্ট করার যেকোনো অপচেষ্টা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, বিএনপি জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি করে। কোনো ধরনের সন্ত্রাস, নৈরাজ্য কিংবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা বরদাশত করা হবে না। দলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থেকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হবে। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচির মাধ্যমে যেকোনো ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তারা। বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের পোস্টারিং

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে পোস্টারিং কর্মসূচি পালনের খবর পাওয়া গেছে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) দিনের প্রকাশ্য আলোতে এবং রাতের আঁধারে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এসব পোস্টার লাগানো হয়।

পোস্টারে লেখা ছিল, ‘দেশ বাঁচাতে, মানুষ বাঁচাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী গণসংযোগ ও গণপ্রতিবাদ সফল ও সার্থক হোক’। এতে কর্মসূচির তারিখ হিসেবে ১৪-১৬ নভেম্বর ২০২৬ উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি ‘প্রত্যাবর্তন ২.০’ এবং ‘জয় বাংলা’ স্লোগানও লেখা ছিল।

স্থানীয় বিভিন্ন এলাকায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নামে এসব পোস্টার লাগানো হয়।

তবে কারা এই পোস্টারিং কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত এবং কারা এর আয়োজন করেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ বিষয়ে দলটির কোনো নেতাকর্মীর বক্তব্যও পাওয়া যায়নি।

গাংনীতে শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি পুনঃস্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ ভবন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি পুনরায় স্থাপনের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (১৩ নভেম্বর) দিবাগত রাতে কোনো এক সময় সরকারি ভবন দুটিতে এসব প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন ব্যক্তি প্রতিকৃতিগুলো সরিয়ে ফেলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনায় প্রতিকৃতি স্থাপনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরে সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত প্রতিকৃতি দৃশ্যমান ছিল। পরবর্তীতে আবার সরিয়ে ফেলা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলা পরিষদ ভবন ও উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে এর আগে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি স্থাপন করা ছিল। তবে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর প্রতিকৃতিগুলো ভেঙে ফেলা হয়। দীর্ঘ সময় পর শুক্রবার দিবাগত রাতে নতুন করে সেখানে প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়।

তবে রাতের আঁধারে কারা, কী উদ্দেশ্যে এবং কার উদ্যোগে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দুটিতে প্রতিকৃতি স্থাপন করেছেন, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। প্রতিকৃতি স্থাপনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের পরিচয়ও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এদিকে, কার্যক্রমনিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে প্রতিকৃতি স্থাপনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজন ব্যক্তি প্রতিকৃতিগুলো সরিয়ে ফেলেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

এদিকে, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থাপনায় রাতের আঁধারে প্রতিকৃতি স্থাপন এবং পরে তা সরিয়ে ফেলার ঘটনার বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৩৫ নেতা আসামি, অজ্ঞাত অর্ধশতাধিক

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৩৫ নেতার নামে বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১১ নভেম্বর রাতে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড়ে অবস্থিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুনের গোলা নিক্ষেপ ঘটনায় ১২ই নভেম্বর বিকালে পুলিশ বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করা হয়েছে । মামলায় অজ্ঞাত আরো ৫০/৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় নামীয় ৩৫ আসামির মধ্যে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা হলেন ইব্রাহিম ইসলাম আকাশ ও আলী কদর শাওন।

মামলার আসামীরা হলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি বারিকুল ইসলাম লিজন (৩৮), জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মাসুদ রানা (২৬), সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন (৩০), জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু

মোর্শেদ শোভন সরকার (২৫), জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. কুতুব উদ্দিন আহমেদ (২৬), জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবাহান (৪০)।

এছাড়াও আসামির তালিকায় রয়েছেন সহসভাপতি দুলাল মাহমুদ (৩৮), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশিক মাহমুদ (২৫), গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবির হামজা (২২), জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক উছাইদ আলী (৪২), জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সবুজ হোসেন (২২), মো. সায়েম খন্দকার (২৪), জয় আহম্মেদ খান (২০), এস এম আল রাতুল (২১), মানিক ফরাজী (২২), মুজিবুল হক মানিক (২৩), মো. মবিনুর রহমান তন্ময় (২৩), তানভীর হাসান শিশির জয় (২০) ও জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাব্বির হোসেন (২৩), গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আনারুল ইসলাম বাবু ওরফে ডিস বাবু (৪৮), কুতুবপুর ইউনিয়ন তাঁতী লীগের সভাপতি মো. আরিফ (৩৮), ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আল-আমিন (৫৮), ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন (৫২) এবং বারাদী ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম লিটনকে (৪৫), মো. ইব্রাহিম ইসলাম আকাশ (২৪), আলী কদর ওরফে শাওন (১৯), সোহাগ (২১), আনন্দ (২৮), সজল, আনাফ চৌধুরী টনি (২১), রাজন মেম্বার (৩৯), মো. ইয়াসিন (৪২), মো. মারুফ (২৪), মো. মিলন হোসেন (৪৫), আব্দুল হান্নান গুটলি মেম্বার (৪৫) ও মো. আরিফুল ইসলাম লিটন।

মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ৫০ থেকে ৬০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, বিশেষ ক্ষমতা আইনে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৩৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে আওয়ামী লীগ ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু ও ‘জয় বাংলা’ লেখা চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের উত্তরপাড়া থেকে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু ও ‘জয় বাংলা’ স্লোগান লেখা একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১১ নভেম্বর) ভোরে এসব বস্তু দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোভীপুর উত্তরপাড়া গ্রামের মোজাহার হোসেনের ছেলে খোকনের বাড়ির পাশে একটি, আবুল কাশেমের ছেলে রুহুল আমীনের বাড়ির পাশে একটি এবং আয়োব নবীর ছেলে মিজানুর রহমানের বাড়ির পাশে একটি ককটেল সদৃশ বস্তু পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। লাল রঙের টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুগুলো দেখতে পেয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাঁরা বিষয়টি পুলিশকে জানান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করে। এ সময় সাদা কাগজে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান লেখা একটি চিরকুটও উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ূন কবির জানান, খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনটি ককটেল সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় আওয়ামী লীগের অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে ৭ নেতা-

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গায় সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে জখম, চিকিৎসা শেষে গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে রাশেদ নঈম রহমান জামি (৩৮) নামের এক সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে পিটিয়ে জখম করার ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ হামলার ঘটনা ঘটে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর নাশকতার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আহত রাশেদ নঈম রহমান জামি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিনেমা হলপাড়ার বাসিন্দা মাহাবুব আলম টুটুর ছেলে। তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জামি চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সামনে অবস্থান করছিলেন। এ সময় একদল দুর্বৃত্ত অতর্কিতভাবে তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করে। এতে তিনি রক্তাক্ত জখম হন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়ার পরপরই চুয়াডাঙ্গা সদর থানা-পুলিশের একটি দল হাসপাতাল চত্বর থেকে তাঁকে আটক করে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা-পুলিশ জানায়, নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ডাকা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে নাশকতার অভিযোগে রাশেদ নঈম রহমান জামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।